

## Teacher's Content

### প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

- ☑ বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ
- ☑ বাংলা শব্দের উৎপত্তি
- ☑ বাংলার প্রাচীন জনপদ
- ☑ বাংলায় বিভিন্ন শাসনামলের রাজধানী

#### ☑ প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন শাসনামল

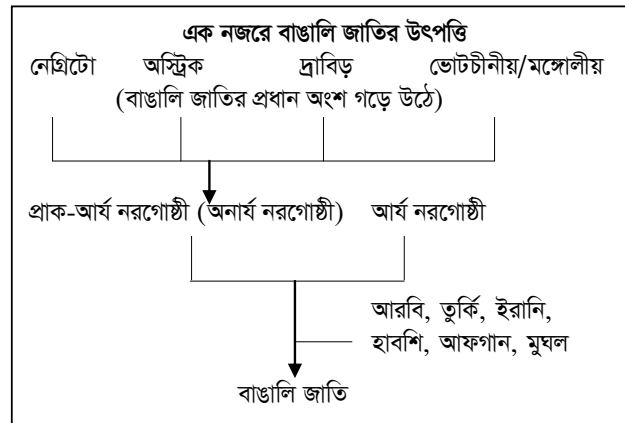
- ◆ বাংলার মৌর্য শাসন
- ◆ বাংলায় গুপ্ত শাসন
- ◆ রাজা শশাঙ্ক
- ◆ বাংলায় পাল শাসন
- ◆ বাংলায় সেন শাসন

## Content Discussion

### বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রাক-আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত i) নেগ্রিটো ii) অস্ট্রিক iii) দ্রাবিড় iv) ভোটচীনীয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। নিম্নোক্তদের মত দেহযুক্ত এক আদিম জাতি এদেশে বসবাস করত। এরাই ছিল সাওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ। অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের ‘নিষাদ জাতি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তাঁরা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সাথে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যকরণের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙালির রক্তে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি এই গোষ্ঠীভুক্ত। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সাথে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি।

আর্যদের আদিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বা তার কিছু আগে আর্যরা বাংলায় আসতে শুরু করে। আর্যরা সনাতন ধর্মালম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেনারী গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুকরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এমনিভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন, গ্রহণ, বর্জন এবং রূপান্তরিতকরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি গড়ে উঠে। নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত আদি-অস্ট্রেলিয়া (Proto-Australian) নরগোষ্ঠীভুক্ত।



### তথ্য কণিকা

- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী বিভক্ত - দুই ভাগে (প্রাক-আর্য বা অনার্য ও আর্য নরগোষ্ঠী)।
- আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত বিভক্ত - চার ভাগে: নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়)।
- আর্যদের আগমনের পূর্বে এ দেশে বসবাস ছিল - অনার্যদের।
- নেগ্রিটোদের উৎখাত করে - অস্ট্রিক জাতি।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি - দ্রাবিড়।
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে - অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে - অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ ‘বাংলা’ যে গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় - আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে।
- বৈদিক যুগ বলে - আর্য যুগকে।
- আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে-পাল শাসনামলে।
- আর্যদের আদি নিবাস-ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে এবং বর্তমান মধ্য এশিয়া- ইরান।
- আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ।
- বাংলার আদিম অধিবাসী হলো-অনার্য ভাষাভাসী শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়।
- আর্যদের প্রভাব স্থাপনের পরে বঙ্গদেশে যে জাতির আগমন হয় মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির।
- বর্তমান বাঙালি জাতির পরিচয়- সংকর জাতি হিসেবে।
- আর্যগণ প্রথম উপমহাদেশে আগমন করে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ বা ১৫০০ অব্দে।
- আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করার পর প্রথমে বসতি স্থাপন করে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলে।

#### □ বাংলা শব্দের উৎপত্তি

চীন শব্দ ‘অং’ (যার অর্থ জলাভূমি) পরিবর্তিত হয়ে ‘বং’ শব্দে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, বং → বংগ, বংগ + আল (আইল) → বংগাল।

ড. মুহাম্মদ হান্নান তাঁর ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ:) এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর বেঁচে যাওয়া চল্লিশ জোড়া নর-নারীকে বংশবিস্তার ও বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল। নূহ (আ:) এর পৌত্র ‘হিন্দ’ এর নাম অনুসারে ‘হিন্দুস্তান’ এবং প্রপৌত্র ‘বঙ্গ’ এর নামানুসারে ‘বঙ্গদেশ’ নামকরণ করা হয়েছিল। বঙ্গ এর বংশধরগণই ‘বাঙালি’ বা বাঙালি নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার ‘রিয়াজুস সালাতীন’ গ্রন্থে বলেছেন, বংগ (জনৈকি ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বংগাহাল → বংগাল।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার নামকরণ করেন মূলক-ই-বাঙালাহ।

বাঙ্গালাহ → বাংলা

মূলক → দেশ

মূলক-ই-বাঙ্গালাহ → বাংলাদেশ

### বাংলার প্রাচীন জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না। এটি তখন কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন জনপদ নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
গৌড়	উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি, ময়মনসিংহ এর পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ

পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলা
হরিকেল	সিলেট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলা
তাম্রলিপ্ত	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা
চন্দ্রদ্বীপ	বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ ও খুলনা
উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা
দক্ষিণ রাঢ়	বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা
বাংলা বা বাঙলা	সাধারণত খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী

উল্লেখ্য, গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়।

### তথ্য কণিকা

- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ- পুণ্ড্র।
- ‘বঙ্গ’ নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়- খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে।
- সর্বপ্রথম ‘বঙ্গ’ দেশের নাম পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ গ্রন্থে।
- সুপ্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমা উল্লেখ আছে- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থে।
- বাংলার আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
- বরেন্দ্র বলতে বোঝায়- উত্তরবঙ্গকে (বগুড়া, রাজশাহী জেলার বৃহৎ অংশ)।
- প্রাচীনকালে ‘গঙ্গারিডই’ নামে শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল- অনুমান করা হয় গঙ্গা নদীর তীরে।
- রাজা শশাঙ্কের শাসনামলের পরে ‘বঙ্গদেশ’ যে কয়টি জনপদে বিভক্ত ছিল- ৩টি; পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ।
- বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ষষ্ঠ শতকে।
- হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ অনুসারে কামরূপে যে জনপদ ছিল- সমতট।
- রাঢ়দের রাজধানী ছিল- কোটবর্ষ।
- প্রাচীন যেসব গ্রন্থে বঙ্গ দেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের ‘ঐতরেয় আরণ্যক’-এর শ্লোকে (২-১-১), মহাভারতে, পতঞ্জলির ভাষ্যে, ওভেদী, টলেমির লেখায়, কালিদাসের ‘রঘুবংশে’ এবং আবুল ফজলের ‘আইন-ই আকবরী’ গ্রন্থে।
- সমতট রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল- কুমিল্লা জেলার বড়কামতায়।
- প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত- বীরভূম ও বর্ধমানে।
- প্রাচীনকালে ‘সমতট’ বলতে বোঝায়- কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে।
- বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল- বঙ্গ।
- সিলেট প্রাচীন যে জনপদের অন্তর্গত- হরিকেল।
- প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল- হরিকেল।

### জনপদ পরিচিতি

○ গৌড়

বাংলার উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গে ছিল গৌড় রাজ্য। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত গৌড় রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে শশাঙ্ক গৌড় নামে একত্রিত করেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ (বর্তমানে অঞ্চল) ছিল শশাঙ্কের সময়ে গৌড় রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সন্নিকটের এলাকা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানী সময় বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের রাজধানী ও ছিল গৌড় নগরী।

○ বঙ্গ

ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। সূত্রাং বৃহত্তর ঢাকা প্রাচীনকালে বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরানো শিলালিপিতে ‘বিক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’ নামে দুটি অংশের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যে। ঋগ্বেদের (প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য) ‘ঐতরেয় আরণ্যক’-এ বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতে এবং কালিদাসের ‘রঘুবংশ’-এ ‘বঙ’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয় পাঠান আমলে।

○ সমতট

হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী সমতট ছিল বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের একটি নতুন রাজ্যে। মেঘনা নদীর মোহনাসহ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা জেলার বড় কামতা এ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।

○ রাঢ়

রাঢ় বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর হতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। রাঢ়ের দক্ষিণে মেদেনীপুর জেলায় ‘তাম্রলিপি’ ও ‘দণ্ডভুক্তি’ নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল। তৎকালে তাম্রলিপি ছিল একটি বিখ্যাত নৌবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন শাসনামল

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ

আলেকজান্ডার জাতিতে ছিলেন আর্য গ্রিক। তিনি ছিলেন ম্যাদিসনের রাজা ফিলিপসের পুত্র। বাল্যকালে তিনি প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের নিকট গৃহশিক্ষা লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপসের মৃত্যু হলে আলেকজান্ডার ম্যাদিসনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উপমহাদেশে গ্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটান।

গঙ্গারিডই

আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণকাল বাংলায় গঙ্গারিডই নামে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, গঙ্গা নদীর যে দুইটি ধারা এখন ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত, এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গারিডই জাতির লোক বাস করত। এদের রাজা খুব পরাক্রমশালী ছিল। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল ‘বঙ্গ’ নামে একটি বন্দর নগর। এখানে থেকে সূক্ষ্ম সুতী কাপড় সুদূর পশ্চিমা দেশে রফতানি হতো। গ্রিক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস গঙ্গাডোরাস গঙ্গারিডই রাজ্যকে দক্ষিণ এশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক মনে করেন যে, গঙ্গারিডই রাজ্যটি আসলে বঙ্গ রাজ্যই ছিল, গঙ্গারিডই ছিল শুধু এর নামান্তর।

মৌর্য যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহনের মাধ্যমে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

### চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

হিমালয়ের পাদদেশে 'মৌর্য' নামক ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন চন্দ্রগুপ্তের মাতা তাকে নিয়ে তক্ষশীলায় বসবাস করতেন। এ সময় তক্ষশীলার বিখ্যাত পণ্ডিত চাণক্যের আনুকূল্যে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন। গ্রীক মহাবীর আলেকজান্ডার ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাব জয় করলে চন্দ্রগুপ্তের নির্ভীক আচরণে স্রষ্টা আলেকজান্ডার রুষ্ট হয়ে প্রাণদন্ডের আদেশ দিলে দ্রুত পালিয়ে চন্দ্রগুপ্ত আত্মরক্ষা করেন। কূটনীতিবিশারদ চাণক্য মগধরাজ ধনন্দ কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হতে পলায়নের পর চাণক্যের সহায়তা সমরশক্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধরাজ ধনন্দকে পরাজিত করে মগধরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার উত্তরাংশ, বিহার ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ নিয়ে ছিল মগধ। আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। চাণক্য ছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী। চাণক্য এর বিখ্যাত ছদ্মনাম কৌটিল্য। যা তিনি তার বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ “অর্থশাস্ত্র” গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সার সংক্ষেপ ছিল এই অর্থশাস্ত্র। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করে ভারতের শাসনব্যবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইন্ডিকা’তে লিপিবদ্ধ করেন। এই ‘ইন্ডিকা’ গ্রন্থ বর্তমানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত।

### সম্রাট অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ)

সম্রাট অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। কথিত আছে যে, মৌর্য বংশের এই সম্রাট তাঁর ৯৯ জন ভ্রাতাদের মধ্যে অধিকাংশকে পরাজিত করে এবং কোন কোন ভ্রাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। এজন্য তাকে ‘চন্ডাশোক’ বলা হয়। তাঁর শাসনামলে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের স্বাধীন সত্তা বিলোপ হয়। মৌর্য সম্রাজ্য বাংলায় উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণের অষ্টম বছরে কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়ী হন। এ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ লোক নিহত হয়। যুদ্ধের বিভীষিকা ও রক্তপাত দেখে তিনি অহিংস বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মীলিপির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এ লিপিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। আমাদের বাংলা লিপির উৎপত্তিও ব্রাহ্মীলিপি থেকে।

### তথ্য কণিকা

- মৌর্য সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্রাট- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট- বৃহদ্রথ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- চাণক্য, যার ছদ্মনাম কৌটিল্য।
- রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সার সংক্ষেপ ‘অর্থশাস্ত্র’-এই রচয়িতা- প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল- পাটলিপুত্র।
- মৌর্যযুগের গুপ্তচরকে ডাকা হতো- ‘সঞ্চরার’ নামে।
- মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে- কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে।
- বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়- অশোককে।
- মেগাস্থিনিস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের- রাজসভার গ্রীক দ্রুত।

### গুপ্ত যুগ

গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্পের খুবই উন্নতি হয়। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত আমলেও বাংলার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

**প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৪০ খ্রি.)**

শ্রীগুপ্তের পৌত্র চন্দ্রগুপ্ত সম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা। তিনি ৩২০ সালে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। তিনি মগধ হতে এলাহাবাদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

**সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ খ্রি.)**

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ও কুশলী যোদ্ধা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করবে এবং শত্রু নিপাত করবে, অন্যথায় সে একদিন বিপন্ন হবে। সমগ্র পাক-ভারতকে একরাষ্ট্রে পরিণত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং এ লক্ষ্যে রাজ্যজয়ের কারণে তাকে ‘প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ান’ আখ্যা দেয়া হয়। তিনি মগধ রাজ্যকে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তার আমলে সমগ্র ছাড়া বাংলার অন্যান্য জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

**দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রি.)**

তিনি উপমহাদেশ থেকে শুক শাসন বিলোপ করেন। মহাকবি কালিদাস ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন এবং ‘বিক্রমাব্দ’ নামক সাল গণনা প্রবর্তন করেন। তিনি গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করেন। তাঁর সময়ে গুপ্ত সম্রাজ্য উন্নতির শিখরে পৌঁছে। তাঁর সামরিক শক্তির সাফল্য তাঁকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করে সম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী নরপতি। তাঁর আমলে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১০ বছর ভারতে থাকাকালে তিনি ৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাঝে ‘ফো-কুয়ো-কিং’ উল্লেখযোগ্য।

অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি তার দরবারে ছিলেন। যেমন কালিদাস, বিশাখ দত্ত, আর্যদেব, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রমুখ। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। সবার আগে পৃথিবীর আয়তন ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেছিলেন আর্যভট্ট ‘আর্য সিদ্ধান্ত’ তার গ্রন্থের নাম। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোতির্বিদ। তার গ্রন্থের নাম ‘বৃহত সংহিতা’।

**❑ বুধগুপ্ত (৪৬৭-৪৯৬)**

গুপ্ত বংশের শেষ শাসক ছিলেন বুধগুপ্ত (৪৬৭-৪৯৬)। তিনি ছিলেন দুর্বল শাসক এবং তাঁর সময়ে ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে মধ্য এশিয়ার যাবাবর হুন জাতির আক্রমণে ভেঙ্গে যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য।

**তথ্য কণিকা**

- গুপ্ত সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রিষ্টাব্দে)।
- গুপ্ত বংশের মধ্যে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্রগুপ্ত।
- ‘ভারতের নেপোলিয়ান’ হিসেবে অভিহিত- সমুদ্রগুপ্ত।
- চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল- বিক্রমাদিত্য ও সিংহ বিক্রম।
- গুপ্ত সম্রাজ্য ধ্বংস হয়- হুন জাতির হাতে।

**গুপ্ত পরবর্তী বাংলা**

প্রাচীনকালে এদেশকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হতো। গুপ্ত সম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ দুটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত হয়-প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য ও গৌড়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল ছিল বঙ্গ রাজ্য এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছিল গৌড়। সপ্তম শতকে গৌড় বলতে বাংলাকে বুঝাতো। প্রাচীনকালে রাজারা তামার পাতে খোদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ দিতেন যে গুলোকে তাম্রশাসন বলা হত। স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের এরকম ৭টি তাম্র লিপি পাওয়া গেছে।



**গৌড় রাজ্য ও রাজা শশাঙ্ক**

গৌড় রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালি রাজা। তিনি হলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৬০৬ সালে রাজা শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী ‘কর্ণসুবর্ণ’। এটি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি অঞ্চল। তার রাজ্যসীমা ছিল উত্তরে পুন্ড্রবর্ধন, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, পশ্চিমে বারানসী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব শশাঙ্কের রাজ্য ছিল না। রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে তিনি পূর্ব ভারতের সম্রাট হন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

৬৩৭ সালে রাজা শশাঙ্ক মারা যান। কথিত আছে, গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করায় শশাঙ্কের গায়ে ক্ষতরোগ হলে তিনি মারা যান। কূটনীতি ও সামরিক দক্ষতার মাধ্যমে শশাঙ্ক গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরী রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট হর্ষবর্ধনের মোকাবেলায়ও নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। তিনি বাংলার প্রথম রাজা যিনি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে বাংলার আধিপত্য ও গৌরব বিস্তার সমর্থ হন। তিনি প্রজাহিতৈরী শাসক ছিলেন। তবে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং হিন্দু ধর্মের অনুসারী রাজা শশাঙ্ককে বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

**তথ্য কণিকা**

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা- শশাঙ্ক।
- হিউয়েন সাং বৌদ্ধধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে অবিহিত করেছেন- শশাঙ্ককে।
- চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাং ভারতে আসেন- হর্ষবর্ধনের আমলে।
- গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন- শশাঙ্ক।
- শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল- কর্ণসুবর্ণ।
- শশাঙ্কের উপাধি ছিল- মহাসামন্ত।

**পুষ্যভূতি রাজ্য**

৬০৬ সালে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হলে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ‘হর্ষাব্দ’ নামক সাল গণনার প্রচলন করেন। সিংহাসন আরোহন করেই তিনি ভগ্নি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের ব্রতী হন এবং মিত্র কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের বাহিনীসহ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। তীব্র আক্রমণের আশঙ্কায় শশাঙ্ক সম্মুখযুদ্ধ এড়াতে বন্দী রাজ্যশ্রীকে মুক্তি দিয়ে পূর্বদিকে সরে যান। ভগ্নি উদ্ধার করে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন গৌড় রাজ্য দখল করেন। প্রথম জীবনে হর্ষবর্ধন হিন্দু ধর্মালম্বী হলেও পরবর্তীতে ‘মহাযানী বৌদ্ধ’ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে এক বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের আয়োজন করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর রাজত্বকালে ৬৩০-৬৪৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ সফর করেন এবং তাঁর শাসনের বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করেন। হর্ষবর্ধনের দরবারে তিনি ৮ বছর কাটান। কনৌজ ছিল এ সময়ের রাজধানী। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলে জানিয়েছেন। এটাকে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় মনে করা হয়। হর্ষবর্ধন ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

**তথ্য কণিকা**

- হর্ষাব্দ নামক সাল গণনা শুরু করেন- হর্ষবর্ধন।
- হর্ষবর্ধনের আগে ক্ষমতায় ছিল- রাজ্যবর্ধন।
- হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে ছিলেন- হিন্দু ধর্মালম্বী, পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।
- হর্ষবর্ধনের আমলে ভারতবর্ষ সফর করেন- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং

### মাৎস্যন্যায়

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশত বছর অর্থাৎ ৭ম-৮ম শতকের অরাজকতা ও আইনশৃঙ্খলাহীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা হল মাৎস্যন্যায়। এ সময় বড় কোন সম্রাজ্য বা শক্তিশালী রাজা ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে, সবল রাজ্য এভাবে দুর্বল রাজ্যকে গ্রাস করত বলে এ অবস্থাকে ‘মাৎস্যন্যায়’ বলা হয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গোপালকে নেতা নির্বাচন করেন।

### তথ্য কণিকা

- পাল তাম্র শাসনে শশাঙ্কের পর অরাজতাপূর্ণ সময়কে (৭ম-৮ম শতক) বলে- মাৎস্যন্যায়।
- পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে খেয়ে ফেলার পরিস্থিতিতে বলে- মাৎস্যন্যায়।
- ৭ম-৮ম শতকে বাংলার সবল অধিপতিরা গ্রাস করেছিল- ছোট অঞ্চলগুলোকে।

### পাল বংশ

৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থান মধ্য দিয়ে বাংলার প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হল পাল বংশ। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেছিলেন। এত দীর্ঘ সময়ই আর কোন রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এসময় বাংলার রাজধানী ছিল পাহাড়পুর/সোমপুর।

#### গোপাল পাল (৭৫৬-৭৮১)

গোপাল পাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের একজন শক্তিশালী সামন্ত নেতা। রাজ্যের কলহ ও অরাজকতা দূর করার জন্য আমাত্যগণ ও সামন্তশ্রেণি গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন। তিনি বিহারের উদন্তপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণকারী গোপাল প্রায় সমগ্র বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

#### ধর্মপাল (৭৮১-৮২১)

ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বা নরপতি। তিনি বাংলা থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের রাজ্য বিস্তার করেন। পাহাড়পুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার সোমপুর বিহার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মগধের বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহারও (বর্তমান ভাগলপুরে) তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে তিনটি রাজবংশ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতানার গুর্জর পৃথীহার বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ পরিচিত হয়েছে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ (Tripartite War) নামে।

#### প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩)

মহীপাল বেনারস ও নালন্দার ধর্মমন্দির, দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি, ফেনীর মহীপাল দিঘি খনন করেন। ফেনীতে এখনও মহীপাল স্টেশন নামে স্টেশন আছে।



**দ্বিতীয় মহাপাল (১০৭৫-১০৮০)**

তার শাসনামলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম সফল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সে সময় জেলে, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে কৈবর্ত বলা হত। কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্ত বাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজে নিহত হন।

**রামপাল (১০৮২-১১২৪)**

রামপালের মন্ত্রী ও সভাকবি সন্ধ্যাকার নদী বিখ্যাত ‘রামচরিত কাব্য’ রচনা করেন। তিনি ছিলেন পাল বংশের শেষ রাজা। বরেন্দ্র এলাকায় পানির কষ্ট দূর করার জন্য তিনি অনেক দীঘি খনন করেন। দিনাজপুর শহরের নিকট যে রামসাগর রয়েছে তা রামপালের কীর্তি।

**তথ্য কণিকা**

- পাল বংশের রাজাগণ বাংলায় রাজত্ব করেছেন- প্রায় চার’শ বছর।
- পাল রাজারা যে ধর্মালম্বী ছিলেন- বৌদ্ধ।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল।
- পাল বংশের শেষ রাজা- রামপাল।
- নওগাঁ জেলার পাহাপুরে অবস্থিত ‘সোমপুর বিহারের’ প্রতিষ্ঠাতা- রাজা ধর্মপাল।

**সেন বংশ**

বাংলার ব্যাপক অংশ জুড়ে একাদশ শতাব্দীর মাঝ পর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী সেন বংশের শাসন। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের অধিবাসী। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাট থেকে বৃদ্ধ বয়েসে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। কিন্তু তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তার পুত্র হেমন্ত সেনকে।

**হেমন্ত সেন**

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সেন বংশের প্রথম রাজা। নদীয়া ছিল তার রাজধানী।

**বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০)**

তার পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০) রাজ্যকে সম্রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয় সেন বাংলাকে সর্বপ্রথম একক শাসনাধীন আনয়ন করেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট স্মীয় নামানুসারে ‘বিজয়পুর’ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপাল স্থানে)। সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয়সেন।

**বল্লাল সেন**

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি ‘দানসাগর’ নামক স্মৃতিময় গ্রন্থ এবং ‘অদ্ভুত সাগর’ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে তিনি কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন।

**লক্ষ্মণ সেন**

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণ সেনকে অতর্কিত আক্রমণ করলে তিনি পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। এখানে আরো কিছুকাল রাজত্বের পর ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### তথ্য কণিকা

- সেন বংশের প্রথম রাজা বা প্রতিষ্ঠাতা- হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের সর্বপ্রথম সার্বভৌম বা স্বাধীন রাজা- বিজয় সেন।
- সেন বংশ ও বাংলার শেষ হিন্দু রাজা- লক্ষ্মণ সেন।
- লক্ষ্মণ সেন ছিলেন- বৈষ্ণব ধর্মালম্বী।

### বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

- মৌর্য যুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।
- গৌড়ের রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ।

শাসনামল	রাজধানী	হর্ষবর্ধন	কনৌজ
প্রাচীন আমল	সোনারগাঁও (১৩৩৮-১৩৫২ খ্রি:), গৌড় (১৪৫০-১৫৬৫ খ্রি:)	মৌর্যযুগ/পুণ্ড্র জনপদ	পুণ্ড্রনগর (বাংলার প্রাদেশিক)
মুঘল আমল	সোনারগাঁও, ঢাকা	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	পাটলিপুত্র
মৌর্য ও গুপ্ত বংশ	পাটলিপুত্র/গৌড়	ঈসা খান	সোনারগাঁও
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	একডালা	দেব রাজবংশ	দেবপর্বত
গৌড় রাজ্যের/শশাঙ্কের	কর্ণসুবর্ণ	বর্মদেব	বিজয়পুর
খড়গ	কুমিল্লার কর্মাস্তবসাক	বুগরা খান	লক্ষণাবতী
		সেন আমল/লক্ষণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
		গুপ্ত রাজবংশ	বিদিশা

Teacher Student Work

০১. বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে?

- ক. দেবপাল খ. বিজয় সেন  
গ. গোপাল ঘ. হেমন্ত সেন

০২. গুপ্ত বংশের তৃতীয় শাসক কে?

- ক. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত খ. বিক্রমাদিত্য  
গ. সমুদ্রগুপ্ত ঘ. স্কন্দগুপ্ত

০৩. বাংলায় 'অপভ্রংশ' শব্দটি মূলত কিসের সাথে সম্পর্কিত?

- ক. মৃৎ শিল্প খ. ধর্ম  
গ. ভাষা ঘ. প্রত্নতত্ত্ব

০৪. বঙ্গে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

- ক. ধর্মপাল খ. দেবপাল  
গ. গোপাল ঘ. মহীপাল

০৫. বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম কি?

- ক. পাল বংশ খ. সেন বংশ  
গ. গুপ্ত বংশ ঘ. শূর বংশ

০৬. কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

- ক. হিদাস্পিসের যুদ্ধ খ. মেবারের যুদ্ধ  
গ. কলিঙ্গের যুদ্ধ ঘ. পানিপতের যুদ্ধ

০৭. মৌর্য ও গুপ্ত বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?

- ক. গৌড় খ. ময়নামতি  
গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও

০৮. প্রাচীনকালে হরিকেল বলতে বোঝাতে-

- ক. বগুড়া ও দিনাজপুর খ. চট্টগ্রাম ও সিলেট  
গ. কুমিল্লা ও নোয়াখালী ঘ. বৃহত্তর ময়মনসিংহ

০৯. প্রাচীনকালে এ দেশের নাম ছিল-

- ক. বাংলাদেশ খ. বঙ্গ  
গ. বাংলা ঘ. বাঙ্গালা

১০. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?

- ক. আকবরনামা খ. আলমীরনামা  
গ. আইন-ই-আকবরী ঘ. তুজুক-ই-আকবর

১১. প্রাচীন বাংলায় সমতট বলতে কোন কোন অঞ্চলকে বোঝানো হতো?

- ক. কুমিল্লা ও বরিশাল খ. কুমিল্লা ও নোয়াখালী  
গ. ময়মনসিংহ ও নরসিংদী ঘ. ময়মনসিংহ ও জামালপুর

১২. বাংলাদেশের কোন বিভাগে 'বরেন্দ্রভূমি' অবস্থিত?

- ক. সিলেট খ. রাজশাহী  
গ. খুলনা ঘ. বরিশাল

১৩. বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বুঝায়?

- ক. উত্তরবঙ্গ খ. পশ্চিমবঙ্গ  
গ. উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ঘ. দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

১৪. নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

- ক. অ্যালপাইন খ. আদি-অস্ট্রেলীয়  
গ. নর্ডিক ঘ. মঙ্গোলীয়

১৫. বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি কোনটি?

- ক. আর্য খ. মোঙ্গল  
গ. পুণ্ড্র ঘ. দ্রাবিড়

১৬. বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত?

- ক. বাঙালি খ. আর্য  
গ. নিষাদ ঘ. আলপাইন

১৭. আর্য জাতি কোন দেশ থেকে এসেছিল?

- ক. বাহরাইন খ. ইরাক  
গ. মেক্সিকো ঘ. ইরান

১৮. আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

- ক. ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে  
খ. হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে  
গ. ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে  
ঘ. আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়

১৯. গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে কোন নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন?

- ক. বিপাশা খ. তাপ্তী  
গ. বিলাম ঘ. সিন্ধু

২০. নিম্নের কোন বংশ চার'শ বছরের মতো বাংলা শাসন করেছে?

ক. মৌর্য বংশ

খ. গুপ্ত বংশ

গ. পাল বংশ

ঘ. সেন বংশ

Previous Question

০১. প্রাচীন বাংলা মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? [৪০তম বিসিএস]

- ক. অশোক মৌর্য                      খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য  
গ. সমুদ্র গুপ্ত                      ঘ. এর কোনটিই না

০২. মহাস্থবীর শিলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. আনন্দ বিহার                      খ. নালন্দা বিহার  
গ. গোসিপো বিহার                      ঘ. সোমপুর বিহার

০৩. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. অতীশ দিপঙ্কর                      খ. শিলভদ্র  
গ. মা হুয়ান                      ঘ. মেগাস্থিনিস

০৪. সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কি ছিল? [২৯তম বিসিএস]

- ক. সোনারগাঁও                      খ. জাহাঙ্গীরনগর  
গ. ঢাকা                      ঘ. গৌড়

০৫. কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল? [১৬তম বিসিএস]

- ক. গৌড়                      খ. সোনারগাঁও  
গ. ঢাকা                      ঘ. হুগলী

০৬. মহাস্থানগড় এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল, তখন তার নাম ছিল?

- ক. মহাস্থানগড়                      খ. কর্ণসুবর্ণ  
গ. পুণ্ড্রনগর                      ঘ. রামাবতী

০৭. বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর কোনটি? [২৬তম বিসিএস]

- ক. তম্প্রলিপি                      খ. গৌড়  
গ. হরিকেল                      ঘ. পুণ্ড্র

০৮. বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [২৪তম বিসিএস]

- ক. সমতট                      খ. পুণ্ড্র  
গ. বঙ্গ                      ঘ. হরিকেল

০৯. প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [২৪তম বিসিএস]

- ক. কুষ্টিয়া                      খ. বগুড়া  
গ. কুমিল্লা                      ঘ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১০. কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে? [২৮ ও ৩৬তম বিসিএস]

- ক. নেত্রিটো                      খ. ভোটচীন  
গ. দ্রাবিড়                      ঘ. অস্ট্রিক

০১	খ	০২	খ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ
০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	ঘ

Practice Question

০১. আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

- ক. ত্রিপিটক                      খ. উপনিষদ  
গ. বেদ                      ঘ. ভগবৎ গীতা

০২. বাংলাদেশের বসবাসকারী উপজাতীয়দের বড় অংশ-

- ক. মঙ্গোলয়েড                      খ. মেসটিড  
গ. অস্ট্রালয়েড                      ঘ. ককেশীয়

০৩. দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসীদের কি নামে অভিহিত করা হয়?

- ক. টোডা                      খ. দ্রাবিড়  
গ. সুর                      ঘ. আফ্রিদি

০৪. বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বুঝায়?

- ক. উত্তরবঙ্গ                      খ. পশ্চিমবঙ্গ  
গ. উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ                      ঘ. দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

০৫. বারভুইয়াদের অন্যতম ঈশা খাঁ-এর রাজধানী কোথায় ছিল?

- ক. ইসলামাবাদ                      খ. ফরিদাবাদ  
গ. সোনারগাঁও                      ঘ. জাহাঙ্গীরনগর

০৬. কোন সময়ে সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল?

- ক. সুলতানী আমলে                      খ. সেন আমলে

গ. পাল আমলে                      ঘ. মৌর্যযুগে

০৭. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর পত্তন করেছিলেন কে?

- ক. শাহজাদা আজম                      খ. সুবেদার ইসলাম খান  
গ. সম্রাট আকবর                      ঘ. ঈসা খান

০৮. বাংলায় মুঘল প্রদেশের রাজধানী স্থানান্তর করেন-

- ক. শাহ সুজা                      খ. মীর জুমলা  
গ. শায়েস্তা খাঁ                      ঘ. ইসলাম খান

০৯. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন?

- ক. বিজয় সেন                      খ. লক্ষণ সেন  
গ. হেমন্ত সেন                      ঘ. বল্লাল সেন

১০. পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কার শাসনামলে বাংলায় আসেন?

- ক. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত                      খ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ  
গ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত                      ঘ. হর্ষবর্ধন

১১. প্রাচীন বাংলার প্রথম বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন-

- ক. হর্ষবর্ধন                      খ. শশাঙ্ক  
গ. গোপাল                      ঘ. লক্ষ্মন সেন

১২. প্রাচীন ভারতের কোন শাসকের অপর নাম বিক্রমাদিত্য ছিল?

- ক. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত                      খ. অশোক

গ. সমুদ্রগুপ্ত

ঘ. হর্ষবর্ধন

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	ক						

## Practice Questions

সীমানা দৈর্ঘ্য

০১. অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশের টারশীয়ারী পাহাড়কে কতভাগে ভাগ করা যায়? [৩৭তম বিসিএস]

ক. ২ ভাগে

খ. ৪ ভাগে

গ. ৫ ভাগে

ঘ. ৮ ভাগে

০২. বাংলাদেশের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য কত?

ক. ৫২৮২ কি.মি.

খ. ৫১৩৮ কি.মি.

গ. ৫৩২০ কি.মি.

ঘ. ৪৫০০ কি.মি.

০৩. বাংলাদেশের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য (জল ও স্থলসহ) কত?

ক. ৫৫০০ মাইল

খ. ৪৪২৪ মাইল

গ. ৩২২০ মাইল

ঘ. ২৯২৮ মাইল

০৪. বাংলাদেশের স্থল সীমার দৈর্ঘ্য কত?

ক. ৫১১১ কিমি.

খ. ৪৪২৭ কিমি.

গ. ২৯৮০ কিমি.

ঘ. ৮২৫০ কিমি.

০৫. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের/সমুদ্র তটরেখার দৈর্ঘ্য কত?

ক. ৭১৬ কিমি.

খ. ৭২৪ কিমি.

গ. ৭৮০ কিমি.

ঘ. ৭১১ কিমি.

০৬. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল?

ক. ১২

খ. ১৪

গ. ১৬

ঘ. ১০

০৭. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?

ক. ৩৩০০ কিলোমিটার

খ. ৩৫৩৭ কিলোমিটার

গ. ৪১৪৪ কিলোমিটার

ঘ. ৪১৫৬ কিলোমিটার

০৮. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য কত?

ক. ২০৬ কিলোমিটার

খ. ২৩৬ কিলোমিটার

গ. ২৭১ কিলোমিটার

ঘ. ২৮০ কিলোমিটার

৯. উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কথা?

ক. ২৫০ নটিক্যাল মাইল

খ. ২০০ নটিক্যাল মাইল

গ. ২২৫ নটিক্যাল মাইল

ঘ. ২১২ নটিক্যাল মাইল

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ঘ
০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	গ	৯	খ		

সীমান্তবর্তী স্থান

১. তামাবিল সীমান্তের সাথে ভারতের কোন শহরটি অবস্থিত?

ক. করিমগঞ্জ

খ. খোয়াই

গ. পেট্রোপল

ঘ. ডাউকি

০২. বাংলাদেশের কোন জেলাটি বাংলাদেশ—ভারত সীমান্তের মধ্যে নয়?

ক. পঞ্চগড়

খ. সাতক্ষীরা

গ. হবিগঞ্জ

ঘ. কক্সবাজার

০৩. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কয়টি?

ক. ২৮

খ. ৩০

গ. ৩১

ঘ. ৩৫

০৪. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই?

ক. বান্দরবান

খ. চাঁপাই নবাবগঞ্জ

গ. পঞ্চগড়

ঘ. দিনাজপুর

০৫. বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত?

ক. নেপাল ও ভুটান

খ. পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম

গ. পশ্চিমবঙ্গ ও কুচবিহার

ঘ. পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম

০৬. বাংলাদেশের সাথে কয়টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে?

ক. ১টি

খ. ২টি



গ. ৩টি

ঘ. ৪টি

০৭. যে দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে সে দুটির নাম কি?

ক. ভারত ও ভুটান

খ. ভারত ও মালদ্বীপ

গ. ভারত ও নেপাল

ঘ. ভারত ও মায়ানমার

০৮. বাংলাদেশের সাথে নিম্নলিখিত কোন দেশের Maritime boundary বিদ্যমান রয়েছে?

ক. মিয়ানমার

খ. থাইল্যান্ড

গ. নেপাল

ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া

০৯. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি?

ক. ৭টি

খ. ৬টি

গ. ৪টি

ঘ. ৫টি

১০. কোন জেলা ভারতের সীমান্তের সাথে নয়?

ক. ঠাকুরগাঁও

খ. রংপুর

গ. চাঁপাই নবাবগঞ্জ

ঘ. লালমনিরহাট

১১. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়?

ক. মেঘালয়

খ. আসাম

গ. মিজোরাম

ঘ. মনিপুর

১২. সিলেট জেলার উত্তরে কোন ভারতীয় রাজ্য অবস্থিত?

ক. মেঘালয়

খ. আসাম

গ. মিজোরাম

ঘ. মনিপুর

১৩. মিয়ানমার বাংলাদেশের কোনদিকে অবস্থিত?

ক. উত্তরপূর্ব

খ. পূর্ব

গ. দক্ষিণপূর্ব

ঘ. উত্তর

১৪. বাংলাদেশের কোন জেলাটির সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানা রয়েছে?

ক. চট্টগ্রাম

খ. কক্সবাজার

গ. রাঙ্গামাটি

ঘ. পটুয়াখালী

১৫. কোন জেলা রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত?

ক. নীলফামারী

খ. কুড়িগ্রাম

গ. দিনাজপুর

ঘ. বগুড়া

১৬. বিলোনিয়া সীমান্ত কোন জেলার অন্তর্গত?

ক. সাতক্ষীরা

খ. যশোর

গ. ফেনী

ঘ. সিলেট

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ
০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	খ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ
১৬	গ								

নদ-নদী

০১. বুড়িগঙ্গা কোন নদীর শাখানদী?

ক. যমুনা

খ. পদ্মা

গ. তুরাগ

ঘ. ধলেশ্বরী

০২. বাংলাদেশের বৃহত্তম নদীর নাম কি?

ক. পদ্মা

খ. যমুনা

গ. মেঘনা

ঘ. ব্রহ্মপুত্র

০৩. What is the name of the river Meghna at the place of its origin?

ক. Borak

খ. Surma

গ. Lusai

ঘ. Kushiara

০৪. কুষ্টিয়া শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. তিস্তা

খ. কপোতাক্ষ

গ. গড়াই

ঘ. করতোয়া

০৫. বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?

ক. ফরিদপুর

খ. চাঁদপুর

গ. মেহেরপুর

ঘ. গোপালপুর

০৬. বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে কোনটি?

ক. ব্রহ্মপুত্র

খ. পদ্মা

গ. মেঘনা

ঘ. যমুনা

০৭. বাংলাদেশ ও মায়ানমার কোন নদী দ্বারা বিভক্ত?

- ক. নাফ খ. কর্ণফুলী  
গ. নবগঙ্গা ঘ. ভাগিরথী

০৮. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার কত শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্গত?

- ক. ৪ খ. ১৪  
গ. ৭ ঘ. ৩৩

০৯. বাংলাদেশে সারা বছর নাব্য ভ্রমণ নদীপথের দৈর্ঘ্য কত?

- ক. ৮,০০০ কিমি. খ. ৫,২০০ কিমি.  
গ. ১১,০০০ কিমি. ঘ. ৮,৫০০ কিমি.

১০. বাংলাদেশের বৃহত্তম বা দীর্ঘতম নদী—

- ক. যমুনা খ. ব্রহ্মপুত্র  
গ. পদ্মা ঘ. মেঘনা

১১. বাংলাদেশের সবচেয়ে নাব্য নদী কোনটি?

- ক. পদ্মা খ. মেঘনা  
গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী

১২. বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী কোনটি?

- ক. মেঘনা খ. যমুনা  
গ. পদ্মা ঘ. কর্ণফুলী

১৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে খরশ্রোতা নদী কোনটি?

- ক. সুরমা খ. কর্ণফুলী  
গ. তিস্তা ঘ. মেঘনা

১৪. নাফ নদী বাংলাদেশের কোন সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত?

- ক. India খ. Nepal  
গ. Myanmar ঘ. Thailand

১৫. বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী 'নাফ' নদীর দৈর্ঘ্য কত?

- ক. ৫০ কিমি. খ. ৭৫ কিমি.  
গ. ৫৬ কিমি. ঘ. ৬৫ কিমি.

১৬. সুন্দরবনে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা নির্ধারণকারী নদী নিচের কোনটি?

- ক. নাফ নদী খ. রায়মঙ্গল নদী  
গ. হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ঘ. কোনোটিই নয়

১৭. ব্রহ্মপুত্র নদ কোন দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নয়?

ক. ভারত খ. বাংলাদেশ

গ. নেপাল ঘ. চীন

১৮. বাংলাদেশের কোন নদী থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ করা হয়?

- ক. হালদা খ. তিস্তা  
গ. তিতাস ঘ. করতোয়া

১৯. এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র কোনটি?

- ক. হালদা নদী খ. হাইল হাওড়  
গ. চলনবিল ঘ. হাকালুকি

২০. ভারত থেকে কতগুলি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

- ক. ৫৪টি খ. ১টি  
গ. ৩টি ঘ. ২৮টি

২১. পদ্মা নদী কোন জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

- ক. Khulna খ. Rajshahi  
গ. Kushtia ঘ. Dinajpur

২২. ব্রহ্মপুত্র নদী কোন জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

- ক. গাইবান্ধা খ. নীলফামারী  
গ. ঠাকুরগাঁও ঘ. কুড়িগ্রাম

২৩. গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে কোন নামে পরিচিত হয়েছে?

- ক. গোমতি খ. সুরমা  
গ. বুড়িগঙ্গা ঘ. পদ্মা

২৪. কোন নদীর অপর নাম কীর্তিনাশা?

- ক. পদ্মা খ. যমুনা  
গ. মেঘনা ঘ. ব্রহ্মপুত্র

২৫. 'দোলাই' কোন নদীর পূর্বনাম?

- ক. যমুনা খ. পদ্মা  
গ. বুড়িগঙ্গা ঘ. সুরমা

২৬. চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী?

- ক. আত্রাই খ. বাঙ্গালী  
গ. মহানন্দা ঘ. করতোয়া

২৭. বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী কতটি?

- ক. ৫টি খ. ২টি  
গ. ৪টি ঘ. ১টি

২৮. পদ্মা নদীর ভারতীয় অংশের নাম কি?

ক. মেঘনা

খ. যমুনা

গ. গঙ্গা

ঘ. ব্রহ্মপুত্র

**উত্তরমালা**

০১	ঘ	০২	গ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	ক
০৬	গ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ
১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক
২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ
২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ				

**নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল**

০১. কর্ণফুলী নদীর উৎস ভারতের কোন রাজ্যে?

ক. তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদ

খ. লামার মইভার পর্বত

গ. মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ

ঘ. আসামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ

০২. ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে?

ক. বরাইল

খ. কৈলাস

গ. কাঞ্চনজঙ্ঘা

ঘ. গডউইন অস্টিন

০৩. যে নদীটির উৎস ও সমাপ্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে—

ক. মাতামুহুরী

খ. নাফ

গ. কর্ণফুলী

ঘ. হালদা

০৪. কোন নদী বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশ করেছে?

ক. যমুনা

খ. তিস্তা

গ. আত্রাই

ঘ. মহানন্দা

০৫. কোন নদীটি বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

ক. হাড়িয়াভাঙ্গা

খ. কুলিখ

গ. আত্রাই

ঘ. তিস্তা

০৬. মাতামুহুরী নদী নিম্নের কোথা হতে উৎপন্ন হয়েছে?

ক. লামার মইভার পর্বত

খ. খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত

গ. আসামের লুসাই পর্বত

ঘ. কোনোটিই নয়

০৭. আরাকান পাহাড় হতে উৎপন্ন নদী কোনটি?

ক. ফেনী নদী

খ. আত্রাই নদী

গ. নাফ নদী

ঘ. কর্ণফুলী নদী

০৮. পদ্মা নদীর উৎপত্তি কোথা থেকে ঘটেছে?

ক. আসামের লুসাই পাহাড়

খ. হিমালয় পর্বতমালা

গ. মেঘালয় পর্বতমালা

ঘ. কাপ্তাই লেক

**উত্তরমালা**

০১	গ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	খ
০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ				

**নদ-নদীর মিলনস্থল**

০১. বাংলাদেশ ও বার্মার সীমান্তবর্তী নদী কোনটি?

ক. গোমতী

খ. জিজিরাম

গ. নাফ

ঘ. কর্ণফুলী

০২. বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে?

ক. ভৈরব

খ. চাঁদপুর

গ. দেওয়ানগঞ্জ

ঘ. আজমিরীগঞ্জ

০৩. বাঙ্গালী ও যমুনা নদীর সংযোগ কোথায়?

ক. রাজশাহী

খ. পাবনা

গ. বগুড়া ঘ. সিরাজগঞ্জ

০৪. পদ্মা ও যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?

ক. চাঁদপুর খ. সিরাজগঞ্জ

গ. গোয়ালন্দ ঘ. ভোলা

০৫. বাংলাদেশে ঢুকার পর গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র-যমুনার সাথে নিম্নোক্ত একটা জায়গায় মেশে—

ক. গোয়ালন্দ খ. বাহাদুরাবাদ

গ. ভৈরববাজার ঘ. নারায়ণগঞ্জ

০৬. যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে?

ক. পদ্মা খ. বঙ্গোপসাগর

গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মেঘনা

০৭. পদ্মা কোথায় মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে?

ক. গোয়ালন্দ খ. চাঁদপুর

গ. ভৈরব ঘ. নরসিংদী

০৮. তিস্তা নদী কোন নদীর সাথে মিলিত হয়েছে?

ক. পদ্মা খ. মেঘনা

গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী

০৯. নিম্নের কোন নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়নি?

ক. পদ্মা খ. মেঘনা

গ. কর্ণফুলি ঘ. পশুর

১০. মেঘনা নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে কোথায়?

ক. আজমিরিগঞ্জ খ. দেওয়ানগঞ্জ

গ. ভৈরব ঘ. ফেঞ্চুগঞ্জ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ক
০৬	ক	০৭	খ	০৮	গ	০৯	ক	১০	গ

উপ-নদী ও শাখা-নদী

০১. পুনর্ভবা, নাগর ও টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী?

ক. মহানন্দা খ. ভৈরব

গ. কুমার ঘ. করাল

০২. ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী কোনটি?

ক. কংস খ. বুড়িগঙ্গা

গ. ধরলা ঘ. বংশী

০৩. পদ্মা নদীর উপনদী কোনটি?

ক. মধুমতি খ. কুমার

গ. আত্রাই ঘ. মহানন্দা

০৪. উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত পদ্মার উপ-নদী কোনটি?

ক. পুনর্ভবা খ. আত্রাই

গ. বরাল ঘ. মহানন্দা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ঘ		
----	---	----	---	----	---	----	---	--	--

নদী তীরবর্তী স্থান ও বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ

০১. টেকনাফ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. পদ্মা খ. যমুনা

গ. নাফ ঘ. কর্ণফুলি

০২. সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. আড়িয়াল খাঁ খ. সুরমা

গ. চন্দনা ঘ. রূপসা

০৩. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. করতোয়া খ. গঙ্গা

গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মহানন্দা

০৪. মাওয়া ফেরীঘাট কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. শরীয়তপুর খ. মাদারীপুর

গ. ঢাকা ঘ. মুন্সিগঞ্জ

০৫. মাওয়া ফেরীঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. ভৈরব খ. মেঘনা

গ. রূপসা ঘ. পদ্মা

০৬. ঢাকা যে নদীর তীরে অবস্থিত—

ক. ইরাবতী খ. বুড়িগঙ্গা

- গ. শীতলক্ষ্যা ঘ. ব্রহ্মপুত্র
০৭. বরিশাল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. কীর্তনখোলা খ. মেঘনা
- গ. আড়িয়াল খাঁ ঘ. কোনোটিই নয়
০৮. যশোর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. পশুর খ. গড়াই
- গ. কপোতাক্ষ ঘ. যমুনা
০৯. কুষ্টিয়া শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. গড়াই খ. আত্রাই
- গ. পদ্মা ঘ. মহানন্দা
১০. মাদারীপুর শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. মধুমতি খ. আড়িয়াল খাঁ
- গ. পদ্মা ঘ. রুমার
১১. অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল কোনটি?
- ক. সুন্দরবন খ. সেন্টমার্টিন
- গ. নিরুমা দ্বীপ ঘ. মহেশখালী
১২. গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. ভৈরব খ. মেঘনা
- গ. রূপসা ঘ. সুরমা
১৩. সারদা পুলিশ একাডেমি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. পদ্মা খ. যমুনা
- গ. করতোয়া ঘ. আত্রাই
১৪. নদীর তীরবর্তী শহর-বন্দর বিষয়ে নিম্নের কোনটি সঠিক?
- ক. শিলাইদহ-মেঘনা খ. চালনা-যমুনা
- গ. সারদা-পদ্মা ঘ. ঠাকুরগাঁও-পশুর
১৫. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদটি কোন জেলায়?
- ক. দিনাজপুর খ. রংপুর
- গ. কিশোরগঞ্জ ঘ. পাবনা
১৬. 'মহানন্দা' নদী কোন জেলায়?
- ক. দিনাজপুর খ. রংপুর
- গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. পাবনা
১৭. 'ভৈরব' নদীর অবস্থান কোথায়?
- ক. কিশোরগঞ্জ খ. পঞ্চগড়

- গ. বরিশাল ঘ. বিনাইদহ
১৮. 'চেন্দী নদী' কোন জেলায় অবস্থিত?
- ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি
- গ. পটুয়াখালী ঘ. সিলেট
১৯. সুন্দরবনের মোট আয়তন কত?
- ক. ৫১২৫ বর্গ কিমি. খ. ৬,০১৭ বর্গ কিমি.
- গ. ৬৪৫০ বর্গ কিমি. ঘ. ৬৭৬৭ বর্গ কিমি.
২০. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান 'বাংলাবান্ধা' কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. মহানন্দা খ. করতোয়া
- গ. পদ্মা ঘ. তিস্তা
২১. "ঠাকুরগাঁও" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. কংশ খ. যমুনা
- গ. টাঙ্গন ঘ. সুরমা
২২. "পাবনা" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. কুশিয়ারা খ. মেঘনা
- গ. তুরাগ ঘ. ইছামতি
২৩. "নাটোর" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. যমুনা খ. তিস্তা
- গ. আত্রাই ঘ. মনু
২৪. মেঘনা নদী কোন জেলার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?
- ক. বরিশাল খ. পটুয়াখালী
- গ. সিলেট ঘ. ঢাকা
২৫. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. মেঘনা নদী খ. নাফ নদী
- গ. হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ঘ. কর্ণফুলী নদী
২৬. নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরটি কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. ধলেশ্বরী খ. বুড়িগঙ্গা
- গ. শীতলক্ষ্যা ঘ. পদ্মা
২৭. চালনা বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- ক. ভৈরব খ. পদ্মা
- গ. পশুর ঘ. মেঘনা

২৮. বাঙালী নামের নদীটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. ফরিদপুর                      খ. গোপালগঞ্জ  
গ. বগুড়া                          ঘ. কুড়িগ্রাম

২৯. রংপুর দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম—

- ক. ঘানট                          খ. বাসালী  
গ. তিস্তা                          ঘ. ধরলা

৩০. তিন বিঘা করিড়ের কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- ক. তিস্তা                          খ. করতোয়া  
গ. আত্রাই                      ঘ. ধরলা

৩১. বাংলাদেশের কোন নদীর মোহনায় নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত?

- ক. পদ্মা                          খ. মেঘনা  
গ. যমুনা                          ঘ. কর্ণফুলী

৩২. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?

- ক. হাতিয়ায়                      খ. সাতক্ষীরায়  
গ. কক্সবাজারে                  ঘ. সন্দ্বীপে

৩৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?

- ক. ভোলা                          খ. সন্দ্বীপ  
গ. সেন্টমার্টিন                  ঘ. হাতিয়া

৩৪. মনপুরা দ্বীপ কোন জেলার অন্তর্গত?

- ক. বরিশাল                      খ. ভোলা  
গ. পটুয়াখালী                  ঘ. ঝালকাঠি

৩৫. কোন দ্বীপের মালিকানা বাংলাদেশ এবং ভারত উভয়ই দাবি করে?

- ক. উত্তর তালপট্টি                  খ. দক্ষিণ তালপট্টি  
গ. নিঝুম দ্বীপ                      ঘ. মহেশখালী

৩৬. নিউমুর কি?

- ক. বিরোধপূর্ণ দ্বীপ                  খ. নদী  
গ. গভীর অরণ্য                  ঘ. পাহাড়

৩৭. পূর্বাঙ্গীজরা বাংলা ভূ-খণ্ডের কোন দ্বীপে বসবাস করত?

- ক. নিঝুম দ্বীপ                      খ. মনপুরা দ্বীপ  
গ. সেন্টমার্টিন দ্বীপ              ঘ. সোনাদিয়া দ্বীপ

৩৮. কোন দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায়?

ক. সেন্টমার্টিন

খ. কুতুবদিয়া

গ. সন্দ্বীপ

ঘ. মহেশখালী

**উত্তরমালা**

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ঘ
০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ক	১০	গ
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	গ
১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ
২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ
৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	খ				

**সমুদ্র সৈকত; পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা**

তথ্য	অবস্থান/বিশেষত্ব
বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত	বাংলাদেশে
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য	১২০/১৫৫ কিমি.
পর্যটন রাজধানী	কক্সবাজার
ইনানী সমুদ্র সৈকত অবস্থিত	কক্সবাজার
কক্সবাজারের আদি নাম	বাকুলিয়া
‘সাগর কন্যা’ নামে পরিচিত	কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত
কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত অবস্থিত	খেপুপাড়া, পটুয়াখালী
কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ	১৮ কিমি. ও প্রস্থ ৩ কিমি.
চট্টগ্রাম শহরের অদূরে অবস্থিত	পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়	গারো পাহাড়
গারো পাহাড় অবস্থিত	ময়মনসিংহ
চিম্বুক পাহাড় অবস্থিত	বান্দরবান
বাটালি পাহাড় অবস্থিত	চট্টগ্রাম শহরে
‘কুলাউড়া পাহাড়’ অবস্থিত	মৌলভীবাজার
‘ইউরেনিয়াম’ পাওয়া গেছে	কুলাউড়া পাহাড়ে
‘চন্দ্রনাথের পাহাড়’ বিখ্যাত	হিন্দুদের তীর্থস্থানেরজন্য



খাগড়াছড়ি জেলার উঁচু পাহাড়	আলুটিলা
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্বতশৃঙ্গ	তাজিং ডং, অপর নাম বিজয়
‘তাজিং ডং’-এর অর্থ	গভীর অরণ্যের পাহাড়
‘তাজিং ডং’ অবস্থিত	বান্দরবান
‘তাজিং ডং’-এর উচ্চতা	১২৩১ মি. বা ৪০৩৯ ফুট
কেওকরাডং অবস্থিত	বান্দরবান
কেওকরাডং-এর উচ্চতা	১২৩০ মিটার বা ৪০৩৫.৪৩ ফুট
বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	কেওকরাডং
কাঙাই লেকে প্লাবিত রাঙ্গামাটির উপত্যকাকে	ভঙ্গি ভ্যালি
‘নাপিত খালি ভ্যালি; অবস্থিত	কক্সবাজার
সান্দু ভ্যালি অবস্থিত	চট্টগ্রাম
‘বলিশিয়া ভ্যালি’ অবস্থিত	মৌলভীবাজার
হালদা ভ্যালি অবস্থিত	খাগড়াছড়ি
মাইনমুখী ভ্যালি অবস্থিত	রাঙামাটি

০১. বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকার গড় উচ্চতা কত ফুট?

- ক. ২০০০                      খ. ২০৫০  
গ. ১১০০                      ঘ. ১২০০০

০২. বাংলাদেশের পাহাড় শ্রেণির ভূমিরূপ কোন ভূতাত্ত্বিক যুগের?

- ক. প্লাইস্টোসিন যুগের                      খ. টারশিয়ালি যুগের  
গ. মায়সিন যুগের                      ঘ. ডেবনিয়াস যুগের

০৩. সমুদ্র সমতল হতে লালমাই পাহাড় এলাকার গড় উচ্চতা কত?

- ক. ২৭.৫০ মিটার                      খ. ২৫ মিটার  
গ. ২১ মিটার                      ঘ. ১১.৫০ মিটার

০৪. Where in 'Halda Valley' located?

- ক. Rangamati                      খ. Chittagong  
গ. Bandarban                      ঘ. Khagrachari

০৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় কোনটি?

- ক. গারো পাহাড়                      খ. লালমাই পাহাড়  
গ. চিমুক পাহাড়                      ঘ. কুলাউড়া পাহাড়

০৬. চন্দ্রনাথের পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

- ক. সীতাকুন্ডুতে                      খ. খাগড়াছড়িতে  
গ. মৌলভীবাজারে                      ঘ. টেকনাফে

০৭. লালমাই পাহাড় নিচের কোন অঞ্চলে অবস্থিত?

- ক. রাজশাহী                      খ. বগুড়া  
গ. কক্সবাজার                      ঘ. কুমিল্লা

০৮. “কুলাউড়া পাহাড়” কোথায় অবস্থিত?

- ক. বান্দরবান                      খ. মৌলভী বাজার  
গ. খাগড়াছড়ি                      ঘ. সিলেট

০৯. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে কি নামে পরিচিত?

- ক. টিলা                      খ. পাহাড়  
গ. গিরি                      ঘ. ঢিবি

১০. চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়সমূহ কোন পর্বতের অংশ?

- ক. হিমালয়                      খ. আরাকান ইয়োমা  
গ. কারকোরাম                      ঘ. তিয়েনশান

১১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কি?

- ক. লালমাই                      খ. বাটালি  
গ. চিমুক পাহাড়                      ঘ. বিজয়

১২. কেওকরাডং এর উচ্চতা প্রায়-

- ক. ১০১০ মিটার                      খ. ১৫৩০ মিটার  
গ. ১২৩০ মিটার                      ঘ. ১৩৬৪ মিটার

১৩. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত ‘বিজয়’-এর অপর নাম-

- ক. কেউক্রেডং                      খ. তাজিংডং  
গ. বাটালি                      ঘ. ক-১২

১৪. “তাজিং ডং”-এর উচ্চতা কত?

- ক. ২,৯২৮ ফুট                      খ. ৩,১৮৫ ফুট  
গ. ৪,২৯৮ ফুট                      ঘ. ২,৩৯০ ফুট

১৫. কাঙাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা-

ক. মারিস্যা ভ্যালি

খ. খাগড়া ভ্যালি

গ. জাবরি ভ্যালি

ঘ. ভেঙ্গী ভ্যালি

১৬. চিমুক পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

ক. Bangladesh

খ. India

গ. Pakistan

ঘ. England

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	ক
০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
১৬	ক								